যে ভালবাসা কাঁদালো

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

বিসমিল্লাাহির রহমাানির রহীম

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

প্রতিটি মানুষের মাঝে ভালবাসা রয়েছে। এমনকি জীবজন্তুর ভিতরেও ভালবাসা আছে। সবার উর্ধ্বে ভালবাসার হকদার হলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। এরপরে যাঁর স্থান তিনি হলেন প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ [ﷺ]। তাঁকে প্রকৃত ভালবাসার উত্তম আদর্শ ও অনুপম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم]।

সত্যিকারে ভালবাসা মানুষকে কিভাবে কাঁদায় ও ব্যকুল করে ফেলে এবং সে জন্য নিজের জানমাল কুরবানি করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে না, তার বাস্তব চিত্র নবী [ﷺ]-এর সাহাবাদের ভালবাসার মাঝে খোঁজ পাওয়া যায়।

আমরা কুরআন, হাদীস ও সালাফে সালেহীনদের নির্ভরযোগ্য বাণীসমূহ দ্বারা **"যে ভালবাসা কাঁদালো"**-এর

বাস্তব কিছু চিত্রসহ আপনাদেরকে এ ছোট বইটি উপহার দিচ্ছি।

বইটির দ্বিতীয় প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ক্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১২/০৭/১৪৩৪হিঃ

ভূমিকা

I H G F E D C B A @ ? > [

آل عمران: ٣١ Z M L K J

“বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আল-ইমরান: ৩১]

নবী [ﷺ]-এর বাণী:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ:((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِـــنْ وَلَـــدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). متفق عليه.

আনাস ইবনে মালেক [রাঃ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:“তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে তার নিকট অধিক প্রিয় না হব।” [বুখারী ও মুসলিম]

ভালবাসার প্রকার

ভালবাসা তিন প্রকার:

১. স্বভাবজাত ভালবাসা। যেমন: তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির পানির এবং মায়ের সন্তানের ভালবাসা।

২. বাধ্যগত ভালবাসা। যেমন: জালেম শাসককে তার ভয়ের জন্য ভালবাসা।

৩. ঐচ্ছিক ও নির্বাচিত ভালবাসা। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলকে ভালবাসা।

Ø ঐচ্ছিক ও নির্বাচিত ভালবাসার প্রকার:

(ক) আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসা। যেমন: প্রকৃত আল্লাহর অলি ও মুমিনদেরকে ভালবাসা। ইহা দৃঢ় ঈমানের পরিচয়।

(খ) আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা। যেমন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য ভালবাসা। ইহা পূর্ণ ঈমানের পরিচয়।

(গ) আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ভালবাসা যেমন: নবী [ﷺ] বা কোন অলিকে আল্লাহর সাথে ভালবাসা। ইহা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ অবস্থায় তওবা ছাড়া মারা গেলে তার পরিণাম জাহান্নাম।

ভালবাসার স্তরসমূহ

ভালবাসার স্তর দশটি যথা:

১. ‘আলাকাহ্: মাহবুব তথা প্রিয় ব্যক্তির সাথে অন্তরের সম্পর্ক।

২. ইরাদাহ্: মাহবুরের প্রতি অন্তরের টান এবং তাকে পেতে ইচ্ছা করা।

৩. ছবাবাহ্: মাহবুবেবর প্রতি অন্তর ধাবিত হওয়া। ঢালু জায়গাতে পানি যেমন গড়িয়ে পড়লে ধরে রাখা অসম্ভব তেমনি এ ভালবাসা থেকে বিরত থাকা অসম্ভব।

৪. গারাম: অন্তরের একান্ত ভালবাসা।

৫. মুওয়াদ্দাহ ও উদ্দ: খাঁটি ভালবাসা যার মাঝে থাকবে না কোন প্রকার কপটতা।

৬. শাগাফ: যে ভালবাসা অন্তরের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৭. ‘ইশক্: মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা যার ধ্বংস হওয়ার অশংকা থাকে। ইহা আল্লাহ তা‘য়ালা ও রসূলের ব্যাপারে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ, ‘ইশক্ শাহওয়াত তথা যৌন দুর্বলতাসহ নারী-পুরুষের মাঝের প্রেম-ভালবাসাকে বলে।

৮. তাতাইয়ুম্মঃ ইহা এবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৯. তা'য়াব্বুদ্: উবুদিয়্যাহ তথা দাসত্ব সহকারে ভালবাসাকে বলে। ইহা সর্বোত্তম ভালবাসা যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।
১০. খুল্লাহঃ যে ভালবাসার মধ্যে আত্মা ও অন্তর একাকার হয়ে যায়। এ ভালবাসা সবচেয়ে উঁচু স্তরের ভালবাসা।

[শারহ আকীদা ত্বহাবিয়া, ইবনে আবিল 'ইজ পৃঃ ১৬৪-১৬৬, রাওযাতুল মুহিব্বীন, ইবনুল কায়্যিম পৃঃ ৫২]

নোটঃ

উল্লেখিত স্তরগুলোর মধ্যে আল্লাহর শানে (ব্যাপারে) ইরাদাহ, মুওয়াদ্দাহ বা উদ্দ, মহব্বত ও খুল্লাহ ব্যবহার করা জায়েয। আর বাকিগুলো আল্লাহর শানে (ব্যাপারে) ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, এর বাইরে কুরআন ও সহীহ হাদীসে ব্যবহার হয়নি।

খুল্লাহ ইবরাহীম [ﷷ] ও মুহাম্মদ [ﷺ]-এর জন্য নির্দিষ্ট। নবী [ﷺ] বলেনঃ

((فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا)). رواه مسلم.

"আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে খালীল বানিয়ে নিয়েছেন যেমন ইবরাহীম [ﷺ]কে খালীল বানিয়েছেন।" (মুসলিম)

রসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেন:

((وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ)).متفق عليه.

"আমি যদি কাউকে খালীল বানাতাম তাহলে আবু বকরকে খালীল বানাতাম। নিশ্চয় তোমাদের সাথী খালীলুল্লাহ তথা আল্লাহর খালীল।" [বুখারী ও মসুলিম]

আর যারা বলেন যে, 'খুল্লাহ' ইবরাহীম [ﷺ]-এর জন্য আর 'মুহাব্বাহ' মুহাম্মদ [ﷺ]-এর জন্য নির্দিষ্ট। আর এ ব্যাপারে তারা ইবনে আব্বাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। তা হলো:

"ইবরাহীম [ﷺ] খালীলুল্লাহ আর আমি হাবীবুল্লাহ এতে কোন গর্ব করার কিছুই নেই।"

[তিরমিযী: হা: নং ৩৬২০ দারেমী: ১/২৬] হাদীসটি খুবই দুর্বল। কারণ, এর সনদে জাম'য়াহ ইবনে সালেহ

এবং সালামাহ ইবনে ওয়াহ্রাম দু'জনই দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি গারীব।

অতএব, রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে শুধুমাত্র হাবীবুল্লাহ বলে আখ্যায়িত করা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। বরং তাঁকেও খালীলুল্লাহ বলাই উচিত যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, হাবীবুল্লাহ-এর চাইতে খালীলুল্লাহ-এর স্তর অনেক ঊর্ধ্বে।

¿ ভালবাসা মানব জাতির একটি স্বভাবজাত মহৎ গুণ। মানুষ ভালবাসে বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জন্মভূমি ইত্যাদি অনেক কিছুকে। কিছু মানুষ ভালো-মন্দ সবকিছুকে ভালবেসে থাকে। কিন্তু ইসলামের আলোকে যে কোন ভালবাসা বৈধ নয়। কারণ, কিছু ভালবাসা রয়েছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে ভালবাসা শির্ক, যার পরিণাম জাহান্নাম। আবার নারী-পুরুষের মাঝের অবৈধ ভালবাসা(প্রেম-প্রীতি) সম্পূর্ণভাবে হারাম। ভালবাসা এক প্রকার এবাদত। যেমন: নবী [ﷺ]কে, প্রকৃত আল্লাহর অলি ও মুমিনদেরকে ভালবাসা। সবার

ঊর্ধ্বে ভালবাসতে হবে আল্লাহ তা'য়ালাকে যা মুমিনদের একটি বিশেষ গুণ।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

V U T S R Q P O N M [

البقرة: ١٦٥ Z n] \ [Z Y W

"আর কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহকে ভালবাসে। কিন্তু যারা ঈমানদার তাদের আল্লাহর ভালবাসা বহুগুণ বেশি।" [সূরা বাকারাঃ **১৬৫**]

এরপরে ভালবাসার হকদার হলেন মহানবী [ﷺ]। যাঁরা প্রকৃত নবীকে ভালবাসেন তাঁরা কাঁদে তার প্রমাণ প্রতিটি যুগে রয়েছে। এখানে নবী [ﷺ]কে কিভাবে ভালবাসতে হয় সে বিষয়ে আপনাদের খেদমতে কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসের আলোকে আল্লাহ চাহে কিছু আলোকপাত করব।

রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ভালবাসা ও সম্মান করার গুরুত্ব

S আল্লাহ তা'য়ালা নিজে তাঁর হাবীবকে ভালবাসেন এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর জীবনের শপথ করে বলেন:

[( ) * + , - Z الحجر: ٧٢

"আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।" [সূরা হিজ্‌র:৭২]
আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর প্রশংসা করে বলেন:

[k l m n o Z القلم: ٤

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" [কালাম:৪]
আল্লাহ তা'য়ালা নবীর আলোচনাকে সমুচ্চ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ Z الشرح: ٤

"আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।"
[সূরা ইনশিরাহ্‌:৪]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেনঃ“মানুষের জন্য প্রতিটি ভালবাসা ও সম্মান আল্লাহর মহব্বত ও সম্মানের অন্তর্গত হলে জায়েয। যেমনঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর ভালবাসা ও সম্মান। কারণ, ইহা নবীকে প্রেরণকারী আল্লাহর মহব্বত ও সম্মানের সম্পূরক। নবীর উম্মত তাঁকে মহব্বত ও সম্মান করলে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে মহব্বত করবেন এবং সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। অনুরূপ আহলে বাইত (নবী পরিবার), সাহাবা কেরাম, ইমাম, উলমা ও ঈমানদারগণকে ভালবাসা ও সম্মান করাও আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের ভালবাসার অধীন।” [জালাউল আফহাম, ইবনুল কায়্যিম পৃঃ ২৯৭]

- আল্লাহ তা'য়ালার ভালবাসার পর নবী [ﷺ]-এর ভালবাসা ঈমান ও আমল কবুল হওয়ার জন্য একটি বিশেষ শর্ত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ“নবীর প্রশংসা ও সম্মান করা সমস্ত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বর্জন করা মানে সমস্ত দ্বীনকে বর্জন করা।” [সারেমুল মাসলূল, ইবনে তাইমিয়াঃ পৃঃ ২১১]
- আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [ﷺ]কে যে বংশের আভিজাত্য এবং চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা ভূষিত

করেছেন সে জন্য তাঁকে ভালবাসা ও সম্মান করা প্রত্যেকের উপর একান্ত কর্তব্য ও উচিত।

S নবী [ﷺ] তাঁর উম্মতকে ভীষণ ভালবাসেন এবং তাদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহপরবশ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[| | } ~ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ © رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

(١٢٨) Z التوبة: ١٢٨

"তোমাদের নিকট এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দু:খ-কষ্ট তার পক্ষে দু:সহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।" [সূরা তাওবা: ১২৮]

তিনি উম্মতের কল্যাণের জন্য তাঁর রবের নিকট কতবার দোয় করেছেন এবং দা'ওয়াতের কাজে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন। আর মুশরেকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের কষ্ট সহ্য করেছেন। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রিয় হাবীবের মাধ্যমে পূর্ণ করেছেন। [তাআদ্দব মাআন্নবী: পৃ: ৩৭]

S যার অন্তর নবী [ﷺ]-এর ভালবাসা থেকে শূন্য সে দুনিয়া অথবা আখেরাতে কিংবা উভয়কালে আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তিকে আহ্বান করল।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

التوبة: ٢٤

"বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর। (এ সবকিছু যদি) আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়? তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করনে না।" [সূরা তাওবাঃ ২৪]

S নবী [ﷺ]কে নিজের নফ্‌স (আত্মার) চেয়েও অধিক ভালবাসা:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّــهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسكَ)). فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((الْآنَ يَا عُمَرُ)).
رواه البخاري.

আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা নবী [ﷺ]-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি [ﷺ] উমার [ﷺ]-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ফারুক [ﷺ] নবী [ﷺ]কে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নফস (আত্মা) ব্যতীত সবকিছুর উর্ধ্বে আমার নিকট প্রিয়। নবী [ﷺ] বললেন: "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আত্মার চেয়েও অধিক প্রিয় না হব।" তখন উমার [ﷺ] বললেন: আল্লাহর

কসম! এখন আপনি আমার আত্মার চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী [ﷺ] বললেন: “এখন হে উমার (জানলে ও যা ওয়াজিব তা বললে)। [বুখারী হা: নং ৬৬৩২ ফাতহুল বারী: ১১/৫৩২]

S নবী [ﷺ]কে সবার ঊর্ধ্বে ভালবাসা:

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((فَوَ الَّــذِي بِيَدِهِ نَفْسِي لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِــدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). متفق عليه.

আনাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।” [বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ:: لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِــهِ وَمَالِــهِ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِينَ)). رواه مسلم.

আনাস [ؓ] হতে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেছেন: "ততক্ষণ কোন বান্দা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তার নিকটে তার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হব।" [মুসলিম]

নবী [ﷺ]কে ভালবাসা দ্বীনের একটি মূলনীতি:

নবী [ﷺ]কে ভালবাসা দ্বীনের একটি বড় মূলনীতি। যে ব্যক্তির নিকট নবী [ﷺ] তার নফ্স (আত্মা), বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, সকল মানুষ ও সবকিছুর উপর ভালবাসার পাত্র হতে না পারবে তার ঈমানই অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

z y w v u t s r q p [

| } ~ ٱلۡعِقَابِ ۝٧ Z الحشر: ٧

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"
[সূরা হাশর:৭]

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বাণী:

] فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا µ ´

¶ ¸ يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا

﴿٦٥﴾ Z النساء: ٦٥

"অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অত:পর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল না করে নেবে।" [সূরা নিসা: ৬৫]

নবী [ﷺ]কে ভালবাসার বিধান

নবী [ﷺ]কে ভালবাসার বিধান দুই প্রকারঃ

(ক) ফরজঃ

এ মহব্বতের দাবি হলোঃ রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার মহব্বত, সন্তুষ্ট, সম্মান ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে কবুল (গ্রহণ) করা। এ ছাড়া নবীর আদর্শ ছাড়া আর কারো আদর্শে হেদায়েত তালাশ না করা। অত:পর তাঁর বরেব পক্ষ থেকে তিনি যা প্রচার-প্রসার করেছেন তার পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করা। যেমনঃ যেসব জিনিসের খবর দিয়েছেন তার প্রতি বিশ্বাস ও সত্যায়ন করা এবং যে সকল ফরজ ও ওয়াজিবের নির্দেশ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করা। আর যে সমস্ত জিনিস হতে নিষেধ করেছেন তা হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা। তাঁর আনীত দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা করা। এ ছাড়া সম্ভবপর শক্তি দ্বারা তাঁর শত্রুদের সাথে জিহাদ করা। নবী প্রীতির জন্য এতোটুকু আবশ্যকীয় যা ব্যতীত কখনোই ঈমানই পূর্ণ হবে না।

(খ) মুস্তাহাবঃ

এ মহব্বতের দাবি হলোঃ নবী [ﷺ]-এর আদর্শের সুন্দরভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তাঁর সমস্ত সুন্নত, চরিত্র, আদব, নফল এবাদত, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছেদ, স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার ইত্যাদির অনুগত হওয়া ও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

[ইসতিন্‌শাকু নাসীমিল উনস মিন নাফহাতি রিয়াযিল কুদস, ইবনে রাজাব পৃঃ ৩৪-৩৫ ফাতহুলবারী, ইবনে হাজর আসকালানীঃ ১/৬১]

নবী [ﷺ]-এর ভালবাসায় মানুষের প্রকার

১. যাঁরা নবী [ﷺ]-এর সকল নির্দেশ পালন করেন এবং সমস্ত নিষেধ থেকে দূরে থাকেন। এরাই সর্বোত্তম ও প্রকৃত নবী [ﷺ]কে ভালবাসেন।
২. যারা তাঁর নির্দেশসমূহ পালন করে না এবং নিষেধসমূহ উপেক্ষা করে। এরাই সবচাইতে জঘন্য এবং আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত।
৩. যারা তাঁর নির্দেশসমূহ পালন করে এবং নিষেধসমূহ উপেক্ষা করে। এরা তাদের নিষেধসমূহ ত্যাগ করার পাপের জন্য শাস্তিযোগ্য হবে।
৪. যারা তাঁর কিছু নির্দেশ পালন করে এবং কিছু নিষেধও উপেক্ষা করে। এরা তাদের উপর যা করণীয় তা বর্জন করার জন্য এবং যা বর্জনীয় তা করার জন্য শাস্তির যোগ্য হবে।
৫. যারা তাঁর নির্দেশসমূহ পালন করে না এবং নিষেধসমূহও উপেক্ষা করে না। এরা তাদের করণীয় জিনিসসমূহ বর্জনের কারণে শাস্তির যোগ্য হবে।

নবী [ﷺ]কে ভালবাসার উপকার

১. আল্লাহর ভালবাসা অর্জন ও গুনাহ্ মাফঃ

J I H G F E D C B A @ ? > [

آل عمران: ٣١ Z M L K

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালোবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু।" [সূরা আল-ইমরান: ৩১]

২. ঈমানের স্বাদ ও মজা লাভঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِـــي النَّارِ)). رواه البخاري.

আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, নবী [ﷺ] বলেছেন:"যার মধ্যে তিনটি জিনিস হবে সে ঈমানের আস্বাদন গ্রহণ করবে। (এক) আল্লাহ ও তাঁর রসূল অন্যান্য সবার চেয়ে বেশি প্রিয় হওয়া। (দুই) শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে ভালবাসা। (তিন) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন ঘৃণা করে সেরূপ কুফুরিতে ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করা।" [বুখারী]

৩. হাশরের ময়দানে নবীর সঙ্গী হওয়াঃ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ:((وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ: لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)). متفق عليه.

قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).

قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ

আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, একজন মানুষ এসে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন:"কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?" লোকটি বলল: আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। নবী [ﷺ] বললেন:"তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই রইবে।" [মুসলিম]

আনাস [ﷺ] বলেন: নবী [ﷺ] এর বাণী:"তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই রইবে।" এ কথা শুনে আমরা সে দিন যেমন খুশি হয়েছিলাম, এমন খুশি আর কোন দিন হয়নি। আনাস [ﷺ] আরো বলেন:"আমি আল্লাহ, তাঁর রসূল [ﷺ], আবু বকর ও উমার [ﷺ]কে ভালবাসি। আর আশা করি তাঁদেরকে আমার এ ভালবাসার দ্বারা তাঁদের সঙ্গেই থাবব, যদিও আমি তাঁদের মত আমল করতে না পারি ।" [বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:((الْمَرْءُ مَــعَ مَنْ أَحَبَّ)).متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [ﷺ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: এক জন মানুষ এসে নবী [ﷺ]কে জিজ্ঞাসা করল: ইয়া৷ রসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? যে এমন জাতিকে ভালবাসে যাদের সঙ্গে তার কখনো সক্ষাৎ হয়নি। নবী [ﷺ] বললেন:"যে মানুষ যাকে ভালবাসে (কিয়ামতের দিন) তারই সঙ্গী হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

৪. জান্নাতে প্রবেশ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: ((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى.)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّـهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ:((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَـدْ أَبَى)). رواه البخاري.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত নবী [ﷺ] বলেন: "'আবা' ব্যতীত আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তারা বললেন: 'আবা' কে ইয়া৷ রসূলাল্লাহ! তিনি বললেন:"যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করবে সেই 'আবা'।" [বুখারী]

৫. জান্নাতুল ফেরদাউসে নবীর [ﷺ] সঙ্গী হওয়াঃ

النساء: ٦٩

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, সে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেনঃ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।” [সূরা নিসাঃ ৬৯]

নবী [ﷺ]-এর ভালবাসা অর্জনের কিছু পন্থা

১. আল্লাহকে মহব্বত করা।

২. আল্লাহর ভয়-ভীতি।

৩. আল্লাহর জন্য এখলাস এবং শুধুমাত্র সত্য তালাশ করা।

৪. আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা এবং শুধুমাত্র তাঁরই কাছে নিজের সকল প্রয়োজন প্রকাশ করা।

৫. নবী [ﷺ]-এর ভালবাসাকে এবং তাঁর বাণী ও নির্দেশসমূহকে সবার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া।

৬. সাহাবা কেরাম [رضي الله عنهم]কে ভালবাসা এবং তাঁদের সৌন্দর্যাবলী ও ফজিলতসমূহ উল্লেখ করা ও তাঁদের আপোসের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে চুপ থাকা।

৭. আহলে বাইত তথা নবী পরিবার-পরিজনকে সম্মান ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করা।

৮. কথায়, কাজে, জ্ঞানার্জনে কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসসমূহকে মর্যাদা দান করা।

৯. কুরআন ও সহীহ হাদীস যাঁরা চর্চা করেন তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

১০. শরয়ীতের সমস্ত বিধিবিধানের শিক্ষা গ্রহণ করা।

১১. সহীহ দলিলকে সঠিকভাবে বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

১২. জ্ঞান চর্চায় ও আমলে সালাফে সালেহীন তথা সাহাবাগণের পথ অনুসরণ করা।

১৩. সৎ সঙ্গী-সাথী এখতিয়ার করা।

১৪. বেশী বেশি করে সহীহ সীরাতে রসূল অধ্যায়ন করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

১৫. নবী [ﷺ] এবং তাঁর সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ঘৃণা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিরোধ গড়ে তুলা।

নবী [ﷺ]কে ভালবাসার আলামত

১. রসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর সুন্নতের বেশি বেশি প্রচার-প্রসার করা।

২. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নতের হেফাজত ও প্রতিরক্ষা করা।

৩. নবী [ﷺ]কে প্রতিরক্ষা করা। ইহা তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামকে প্রতিরক্ষা করাও শামিল।

৪. ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নতের দিকে ফিরে যাওয়া।

৫. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করা এবং তাঁরই হেদায়েত ও আদর্শের অনুগত হওয়া।

৬. রসূলুল্লাহ [ﷺ] যে সমস্ত খবর দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা।

৭. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে আদব রক্ষা করা যেমন:

(ক) তাঁর সহীহ হাদীসকে সম্মান করা।

(খ) তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরুদ ও সালাম পাঠ করা।

(গ) তাঁর সীরাত (জীবনী)-এর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।

(ঘ) তাঁর নাম আদবের সাথে উল্লেখ করা।

(ঙ) তাঁর মসজিদের আদব রক্ষা করা।

(চ) তাঁর শহর মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান রক্ষা করা।

৮. নবী [ﷺ] ও তাঁর মর্যাদাকে সবার উর্ধ্বে স্থান দান করা।

৯. নবী [ﷺ]-এর ফয়সালা ও শরীয়তকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা।

১০. কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের দলিলকে সম্মান করা।

১১. ভ্রষ্টতা ও পদস্খলনকে চরম ভাবে ভয় করা।

মিথ্যা ভালসবাসা দাবীদারদের লক্ষণ

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে নবীর সুন্নত থেকে দূরে অবস্থান করা, যদিও মুখে ভালবাসার দাবি করে।

২. সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে বিভিন্ন ইমাম বা মাজহাব কিংবা পীর-বুযর্গদের উক্তিকে গ্রহণ করা।

৩. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সীরাত ও সুন্নতকে পরিত্যাগ করা।

৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারীদেরকে ঘৃণা করা।

৫. নবী [ﷺ] থেকে হাদীস বর্ণনার সময় শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকা।

৬. সত্যিকারে যাঁরা আহলুস সুন্নাহ ওয়ালজামাত তাঁদের পরিত্যাগ, গিবত ও বিদ্রুপ করা।

৭. বিভিন্ন স্থান ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সুন্নতসমূহকে পরিহার করা।

৮. নবী [ﷺ]-এর বৈশিষ্ট্য ও মু'জিযাসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রদর্শন।

৯. দ্বীনের মধ্যে সওয়াব অর্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকার বিদাত সৃষ্টি করা।

১০. নবী [ﷺ]-এর প্রশংসার ব্যাপারে অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি করা।

১১. আহলে বাইতের মহব্বতের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা।

১২. নবী [ﷺ]-এর প্রতি মীলাদ মাহফিল ইত্যাদি ছাড়া দরুদ ও সালাম না পড়া।

১৩. নবী [ﷺ]-এর আহলে বাইত ও সাহাবাগণের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রদর্শন এবং তাঁদেরকে ঘৃণা করা।
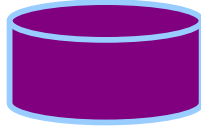
নবী [ﷺ]কে ভালবাসার প্রতিবন্ধকতা

১. দ্বীনের সঠিক জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা।

২. নফসে আম্মারা তথা কুপ্রবৃত্তির গোলামী।

৩. বাপ-দাদার কার্যাদি এবং পীর-বুযর্গ ও এক শেণীর ব্যবসায়ী মোল্লাদের মতামতকে সুসাব্যস্ত দলিলের উপর প্রাধান্য দেয়া।

৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নিজেদের বিবেককে প্রাধান্য দেয়া।

৫. সংশয় ও সন্দেহের পিছনে দৌড়ানো।

৬. এক শ্রেণীর নামধারী আলেমদের নিরবতা অবলম্বন।

৭. বিদাতী ও পাপিষ্টদের সঙ্গে উঠা-বসা করা।

৮. দুর্বল ও জাল দলিলের উপর ভিত্তিকরণ।

৯. বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখের নিজস্ব রুচি ও পছন্দের অনুগত হওয়া।
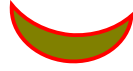
নবী [ﷺ]কে ভালবাসার বাস্তব চিত্র

প্রথমত:

নবী [ﷺ]-এর সাক্ষাৎ ও সঙ্গী হওয়ার প্রচণ্ড আশা-আকাঙ্খা:

১. সফরসঙ্গী হওয়ার আশা:

নবী [ﷺ]-এর হিজরতের সময় আবু বকর [رضي الله عنه] তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে চাই। তিনি [ﷺ] বললেন: হ্যাঁ। [বুখারী] মা আয়েশা (রা:) বলেন: আবু বকর সফরসঙ্গীর সুসংবাদ পেয়ে খুশিতে কেঁদে ফেলেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৯৩]

২. সাক্ষাতের প্রতিক্ষা:

নবী [ﷺ]-এর সাক্ষাতের জন্য মদিনার আনসার সাহাবীগণের অধীর হয়ে প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকতেন। নবীজির আগমনের কথা শুনে তাঁরা প্রতিদিন সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত প্রহর গুণতেন। [বুখারী]

নবী [ﷺ]-এর আগমনে মদিনাবাসীর আনন্দ ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করে আনাস ইবনে মালেক [ﷺ] বলেন: যে দিন রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও আবু বকর [ﷺ] মদিনায় আগমন করেন সে দিনের চেয়ে আর কোন দিনকে আলোকিত ও সুন্দরতম দেখিনি। [মুসনাদে আহমাদ হা: ২৯০ ও ২০১৫২]

বারা' ইবনে আজেব [ﷺ] মদিনাবাসীদের আনন্দ ও খুশির কথা ব্যক্ত করে বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মদিনায় আগমনে মদিনার লোকেরা যে আনন্দিত হয়েছিল সেরূপ আনন্দিত আর কিছুতে হতে দেখিনি। [বুখারী]

৩. নবী [ﷺ]-এর সহচর্য হারানোর ভয়ে আনসার সাহাবীগণের ভয়:

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লা [ﷺ] সম্পর্কে আনসারগণ বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর উপর মাতৃভূমির টান ও বংশীয় ভালবাসা বুঝি প্রাধান্য পেয়ে গেল?! এ কথা নবী [ﷺ] জানতে পেরে তাঁদেরকে লক্ষ করে বলেন: কক্ষনো না! আমি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহর জন্য তোমাদের নিকট হিজরত করেছি। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমাদের সঙ্গেই থাকব ও

তোমাদের কাছেই মারা যাব। সাহাবাগণ এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও বলেন: আল্লাহর শপথ! আমরা যা বলেছি তা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রচণ্ড ভালবাসার আবেগে বলেছি। [মুসলিম]

৪. জান্নাতে নবী [ﷺ]-এর সঙ্গী না হওয়ার ভয়:

তাবরানী শরীফে হাসান সনদে বর্ণিত, একজন মানুষ তার নিজের ও নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং রসূলুল্লাহ [ﷺ] জান্নাতে নবীগণের সাথে অবস্থান করবেন, আর সে করবে জান্নাতের নিম্ন স্তরে।

তাই নবী [ﷺ]-এর উজ্জ্বল চেহারা মোবারক দেখা হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। নবী [ﷺ]-এর নিকট হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন এমন কোন আমল আছে যা করলে আপনার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে পারব এবং আপনার সুদর্শন চেহারা দর্শন করতে পারব? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'য়ালা নাজিল করেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে সে ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে যাঁদের উপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তিবর্গ।" [সূরা নিসা: ৬৯]

৫. জান্নাতে নবীর [ﷺ] সাথী হওয়ার আবেদনঃ

রাবী'য়া ইবনে কা'ব আল-আসলামী [رضي الله عنه] রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় বস্তু হাজির করলে নবী [ﷺ] খুশি হয়ে তাঁকে বলেনঃ তুমি কিছু চাও! তিনি দুনিয়ার কোন ধন দৌলত না চেয়ে বললেনঃ জান্নাতে আপনার সাথী হতে চাই। তিনি [ﷺ] বললেনঃ এ ছাড়া অন্য কিছু। তিনি আবার বলেন ওটাই চাই। তিনি [ﷺ] বললেন:"তাহলে বেশি বেশি সেজদা করে আমাকে সহযোগিতা কর।" [মুসলিম]

৬. দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের উপরে নবীজির সঙ্গ লাভকে প্রাধান্যঃ

হুনাইনের যুদ্ধের পর নবী [ﷺ] গণিমতের সম্পদ বণ্টন করার সময় অনসার সাহাবাদেরকে কোন কিছু না দিয়ে বলেনঃ তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, সকলে ছাগল ও উট নিয়ে বাড়িতে ফিরে যাবে আর তোমরা নবীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে? এরপর নবী [ﷺ] তাঁদের জন্য দোয়া করেন। আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] বলেনঃ এর ফলে তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এমনকি তাঁদের অশ্রুতে দাড়ি

ভিজে যায়। আর সবাই বলেন: রসূলুল্লাহকে ভাগে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট। [বুখারী]

৭. নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর সময় জানতে পেরে আবু বকর [رضي الله عنه]-এর কান্না:

আল্লাহর নবী [ﷺ] তাঁর খুৎবায় বলেন: "আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহ তা'য়ালার নিকট যা আছে তার মাঝে একটিকে এখতিয়ার করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা আছে তাই গ্রহণ করেছে।" আবু সাঈদ [رضي الله عنه] বলেন: এ কথা শুনে আবু বকর [رضي الله عنه] কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আমরা সকলে তাঁর কান্না দেখে অবাক হই যে, নবী [ﷺ] একজন মানুষের কথা বলতেছেন আর আবু বকর এতে কাঁদতেছেন?

আসলে সেই বান্দা হলেন নবী [ﷺ]। আর আবু বকরই আমাদের মাঝে নবী [ﷺ]-এর কথাকে সবচেয়ে গভীরভাবে বুঝেছিলেন। [বুখারী]

মু'য়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান [رضي الله عنه]-এর বর্ণনায় আছে: আবু বকর [ﷺ] ছাড়া আর কেউ রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কথা বুঝেনি। তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কথার গভীরে পৌঁছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন ও বলেন: আমরা আমাদের

পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আপনার জন্য উৎসর্গ কবর। [মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ: ৯/৪৩]

৮. উমার ফারুক [ﷺ]-এর মৃত্যুর প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পাশে সমাধিস্থ হওয়ার আশাঃ

তিনি আহত অবস্থায় ছেলে আব্দুল্লাহকে মা আয়েশা (রা:)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ছেলেকে বলেন: নবী [ﷺ] ও আবু বকরের পার্শ্বে কবরস্থ হওয়ার জন্য মা আয়েশার নিকট অনুমতি চাইবে। [বুখারী]

৯. নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পরে তাঁর কথা স্মরণ করে আবু বকরের ক্রন্দনঃ

তিনি একদা খুৎবারত অবস্থায় রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কথা স্মরণ করে কাঁদতে শুরু করেন। অন্য বর্ণনায় আছে: কান্নার কারণে তিনবার তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ১/১৫৮-১৫৯, হাদীসের সনদ সহীহ, হামিশুল মুসনাদ: ১/১৫৮]

১০. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে দ্রুত সাক্ষাতের আশাঃ

আবু বকর [رضي الله عنه] তাঁর মৃত্যুর পূর্বে জিজ্ঞাসা করেন আজ কি বার? সকলে বলেনঃ সোমবার, তিনি বলেনঃ যদি আমি আজকের রাতে মারা যাই, তাহলে তোমরা দাফন করতে কাল পর্যন্ত দেরি করবে না। কারণ, রাত-দিনের মধ্যে ঐ রাত-দিনই আমার নিকট পছন্দ যা নবী [ﷺ]-এর অতি নিকটবর্তী। [মুসনাদে আহমাদঃ১/১৭৩ হাদীসের সনদ হসীহ, হামিশুল মুসনাদঃ ১/১৭৩]

দ্বিতীয়তঃ

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য নিজের জানমাল উৎসর্গ করার কিছু চিত্রঃ

১. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জীবন নাশের আশঙ্কায় আবূ বকর [رضي الله عنه]-এর চোখে অশ্রুঃ

হিজরতের সময় সুরাকা ইবনে মালেক নবী [ﷺ] ও আবু বকরের পিছনে ধাওয়া করে। সে নিকটে পৌঁছে গেলে আবু বকর [رضي الله عنه] আশঙ্কায় কাঁদতে শুরু করলে নবী [ﷺ] তাঁকে বলেনঃ তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বলেনঃ আল্লাহর সপথ! আমার নিজের জীবনের জন্য কাঁদছি না বরং আপনার জীবন নাশের ভয়ে কান্না করছি। এরপর নবী [ﷺ] সুরাকার উপর বদদোয়া করলে তার ঘোড়ার পা শক্ত মাটিতে পেট পর্যন্ত ধ্বসে যায়। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৫৫ হাদীসের সনদ সহীহ, হামিশুল মুসনাদঃ ১/১৫৪]

২. যুদ্ধের ময়দানে নবীজীর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করার মেকদাদ [رضي الله عنه]-এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [رضي الله عنه] বলেনঃ আমি মেকদাদের কর্ম-কাণ্ড দেখতেছিলাম। ইহা দুনিয়ার সমস্ত

বস্তুর চেয়ে আমার নিকট প্রিয় ছিল। নবী [ﷺ] মুশরেকদের উপর বদদোয়া করতেছিলেন, এমন সময় মেকদাদ বলেন: আমরা আপনাকে ঐ কথা বলব না যা মূসা (আ:)কে তাঁর জাতি বলেছিল: আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করুন আমরা এখানে বসে থাকি। বরং আমরা আপনার ডানে-বামে ও সামনে-পিছনে চতুষ্পার্শ্ব থেকে যুদ্ধ করব। এ কথা শুনে নবী [ﷺ]-এর চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যায়। [বুখারী]

৩. নবী [ﷺ]-এর জন্য তালহাসহ ১২জন আনসারী সাহাবীর জান কুরবান:

ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিম সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাথে মাত্র ১২জন বীর সৈনিক আনসারী যোদ্ধা বাকি থাকেন। নবী [ﷺ] মুশরেকদের মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান করলে একে একে ১১জন জান-প্রাণ যুদ্ধ করে শহীদ হন। সর্বশেষ তালহা [رضي الله عنه] যুদ্ধ করেন এবং শহীদ হন। [সহীহ সুনানে নাসা'যী] সে দিন রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে প্রতিরক্ষার জন্য তালহার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। [বুখারী]

সে দিন তালহার [ﷺ]-এর লাশ একটি খাল থেকে উদ্ধার করে দেখা যায় তাঁর শরীরে কম-বেশি তীর, বল্লম ও তলোয়ারের সত্তরটি আঘাতের দাগ রয়েছে। [মুসনাদে তায়ালিসী]

আবু বকর [ﷺ] যখনই ওহুদের যুদ্ধের কথা স্মরণ করতেন তখনই কাঁদতেন এবং বলতেন: ঐ যুদ্ধের দিনটি তালহা [ﷺ]-এর দিন ছিল। সে দিন তিনি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর জন্য জিহাদ করে অনেক সওয়াব অর্জন করেছেন।

৪. নবী [ﷺ]-এর জন্য আবু তালহা [ﷺ] নিজের বুককে ঢাল বানালেন:

ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিম সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন সুদক্ষ তীরন্দাজ সাহাবী আবু তালহা [ﷺ] তাঁর বুককে নবী [ﷺ]-এর জন্য ঢাল বানিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

আনাস [ﷺ] বলেন: নবী [ﷺ] যখন মুশরেকদেরকে দেখার জন্য তাঁর মাথা উঁচু করতে ছিলেন তখন আবু তালহা [ﷺ] বলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! মাথা উঠাবেন না। কারণ এমন যেন না হয় যে, মুশরেকদের তীর আপনাকে

আঘাত হানে। আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল। [বুখারী]

৫. ওহুদের যুদ্ধে আবু দুজানা [ﷺ] নিজের পিঠকে রসূলের জন্য ঢাল বানালেন:

তিনি নবী [ﷺ]-এর জন্য নিজেকে ঢাল বানিয়ে ঝুকে থাকেন এবং অসংখ্য তীর তাঁর পিঠে বিঁধতে থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে: এ অবস্থায় তিনি নড়াচড়াও করেননি। [সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৩০, তারীখুল ইসলাম-যাহাবী পৃ: ১৭৪-১৭৫] ইহা একমাত্র নির্মল ভালবাসার বহি:প্রকাশ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

৬. নবীর জন্য জীবনদানকারী আনসারী সাহাবী তাঁর কদম মোবারকে মাথা রেখে শহীদ হন:

ওহুদের যুদ্ধে কাফেররা যখন নবী [ﷺ]কে ঘিরে ফেলে তখন তিনি [ﷺ] বলেন: কে এমন আছ! যে আমার জন্যে নিজের জীবন বিক্রি করতে প্রস্তুত? এ সময় জিয়াদ ইবনে সাকান বা আম্মার ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আস্‌সাকানসহ পাঁচজন আনসারী ব্যক্তি প্রস্তুত হয়ে যায়। তাঁরা সকলে একে একে শহীদ হয়ে যান। সর্বশেষ জিয়াদ বা আম্মার [ﷺ] যুদ্ধ করতে করতে আহত হয়ে

মাটিতে লুটিয়া পড়েন। [আননেহায়া ফী গারীবুল হাদীস: ১/৩২২]

এরপর একদল মুসলিম সেনা এসে তাঁকে সরিয়ে নেন। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাদেরকে বলেন: ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নিকটে নিয়ে এলে তিনি তাঁর নিজ পা মোবারক তার দিকে বাড়িয়ে দেন আর সে কদম মোবারকের উপর মাথা রেখে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/২৯ ও তারীখুল ইসলাম- যাহাবী-পৃ: ১৭৪]

৭. সা'দ ইবনে রাবী'র জীবনের শেষ মুহূর্তের অসিয়ত:

জায়েদ ইবনে ছাবেত [رضي الله عنه] কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন: ওহুদের যুদ্ধের দিন নবী [ﷺ] আমাকে সা'দ ইবনে রবী'কে তালাশ করতে পাঠান। তিনি [ﷺ] বলেন: যদি তাকে পাও তাহলে আমার সালাম জানাবে এবং কেমন আছে জিজ্ঞাসা করবে। জায়েদ [رضي الله عنه] বলেন: আমি শহীদদের মাঝে তালাশ করতে করতে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের সময় দেখতে পাই। এ সময় তাঁর শরীরে তীর, বর্শা ও তলোয়ারের ৭০টি আঘাত ছিল। তাঁকে

রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সালাম দিয়ে কেমন আছেন জানতে চাইলাম। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন: নবী [ﷺ] কে বলবেন: আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। আর আমার জাতিকে জানিয়ে দিবেন: তোমরা জীবিত থাকতে যদি কাফেররা নবীজির কোন ক্ষতি করে, তাহলে আল্লাহর নিকট তোমাদের ওজর করার কোন পথ থাকবে না। এ কথা বলে তিনি মত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। [হাকেম ও তালখীসুল হাবীর, ইবনে হাজার, সনদ সহীহ]

৮. বাহনের উপর থেকে নবী [ﷺ]-এর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আবু কাতাদা [রাঃ]-এর সারা রাত্রি পদচারণ:

নবী [ﷺ] তাঁর বাহনের উপর চড়ে রাত্রি বেলা সফর করতে ছিলেন। তিনি ঘুমের কারণে বারবার ঝুকে পড়তে ছিলেন। সে সময় আবু কাতাহা নিজেকে বাহনের পাশে পাশে খুঁটির মত ক'রে চলতে থাকেন যাতে করে নবী [ﷺ] পড়ে না যান। রাত্রি শেষের দিকে নবী [ﷺ] মাথা তুলে বলেন:কে? আবু কাতাদা বলেন: আমি, তিনি বলেন: কখন থেকে এভাবে আমার সাথে চলতেছ? উত্তরে তিনি বলেন: রাত্রির প্রথম ভাগ থেকেই। তিনি [ﷺ]

বললেন: আল্লাহর নবীকে হেফাজতের জন্যে করেছ আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে হেফাজত করুন।" [মুসলিম]

তৃতীয়তঃ
নবী [ﷺ]-এর আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণে ভালবাসার কিছু নমুনাঃ

এ কথা মহা সত্য যে, যে ব্যক্তি যাকে ভালবাসে সে তার আনুগত্য ও অনুসরণ করে। প্রিয়জনের আনুগত্য, অনুসরণ ও অনুকরণ করতে মানুষ সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আর প্রিয় ব্যক্তি যা অপছন্দ করে তা ত্যাগ করাই পছন্দ করে। তাই যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ভালবাসেন, সে তাঁর আদেশসমূহ পালন করতে এবং নিষেধসমূহ পরিত্যাগ করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। এর বাস্তব প্রমাণ যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সাহাবায়ে কেরাম [رضي الله عنهم]। এ ব্যাপারে আপনাদের জন্য তাঁদের কিছু নমুনা তুলে ধরছিঃ

১. রুকু অবস্থায় কেবলা পরিবর্তনঃ

বারা' ইবনে আজেব [رضي الله عنه] বলেনঃ নবী [ﷺ] মদীনায় এসে ১৬/১৭ মাস বাইতুল মাকদেসের দিক হয়ে সালাত আদায় করনে। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা কা'বাকে কেবলা ক'রে দেন। নবী [ﷺ] কা'বার দিকে ঘুরে যান। রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সথে আসরের সালাত আদায় করে একজন

সাহাবী আনসারদের মহল্লার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সাক্ষ্য দিয়ে বলেন: আমি নবী [ﷺ]-এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তিনি কা'বার দিকে ঘুরে সালাত আদায় করেছেন। এ সংবাদ শুনে আনসার সাহাবীগণ আসরের সালাতের রুকু অবস্থাতেই কা'বার দিকে ফিরে যান এবং বাকি সালাত পূর্ণ করেন। [বুখারী]

২. মদ হারামের সংবাদ শুনামাত্র তা থেকে বিরত:

আনাস [رضي الله عنه] বলেন: আমি আবু তালহার বাড়িতে মদ পান করাতে ছিলাম। নবী [ﷺ]-এর পক্ষ থেকে মদ হারামের ঘোষণাকারীর আওয়াজ শুনামাত্র আবু তালহা আমাকে বললেন: বেরিয়ে যাও এবং সমস্ত মদ ফেলে দাও। সাথে সাথে আমি বেরিয়ে সমস্ত মদ ফেলে দেই। এর ফলে মদিনার গলিগুলোতে মদের বন্যা বয়ে যায়। [বুখারী]

৩. তড়িখড়ি নির্দেশ পালন:

খায়বার যুদ্ধের পর নবী [ﷺ] গাধার মাংশ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিলে সাহাবাগণ সাথে সাথে ফুটন্ত হাড়ি-পাতিল থেকে গাধার গোশ্ত ফেলে দেন। [বুখারী]

৪. ছত্রভঙ্গ না হয়ার নির্দেশ শুনামাত্র সাহাবাগণের তা বাস্তবায়নঃ

আবু ছা'লাবা আল-খুশানী [ﷺ] বলেনঃ সাহাবাগণ সফরে যখন অবতরণ করতেন তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়তেন। এ দেখে রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেনঃ তোমাদের এ ধরণের যত্রতত্র ছড়িয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় শয়তানের কাজ। বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর থেকে তাঁরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন তখন এত কাছাকাছি বসতেন যে, তাঁদেরকে যদি একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করা হত, তাহলে তা সম্ভব হত।
[সহীহ সুনানে আবু দাঊদ, আলবানী (রহ:)]

৫. সালাতরত অবস্থায় সহাবাগণের নবী [ﷺ]-এর অনুসরণঃ

আবু সা'য়ীদ খুদরী [ﷺ] বলেনঃ নবী [ﷺ] একদিন সালাত অবস্থায় তাঁর জুতা খুলে বাম পার্শ্বে রাখলে সহাবাগণ সকলে তাঁদের জুতা খুলে ফেলেন। নামাজ শেষে নবী [ﷺ] জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেনঃ আপনাকে খুলতে দেখেছি তাই আমরাও খুলেছি। তিনি বললেনঃ

জিবরীল ফেরেশতা জুতায় অপবিত্র জিনিস আছে তার সংবাদ দেওয়ায় আমি জুতা খুলেছি।

এরপর তিনি [ﷺ] বললেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে তখন যেন জুতা দেখে নেয় এবং কোন অপবিত্র বা নোংরা জিনিস দেখলে তা মুছে ফেলার পর তা পরে সালাত আদায় করে।”

[সহীহ সুনানে আবু দাঊদ, আলবানী (রহ:)]

৬. রসূলুল্লাহ [ﷺ] শাস্তির কথা উল্লেখ করলে হাতের সোনার বালা খুলে নিক্ষেপ:

একজন মহিলা সঙ্গে তার মেয়েকে নিয়ে নবী [ﷺ]-এর নিকট হাজির হয়। মেয়েটির হাতে ছিল সোনার দু'টি বালা। রসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন: তুমি এর জাকাত প্রদান কর? মহিলাটি বলল: না, তিনি বললেন: এর জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে জাহান্নামের আগুনের দু'টি বালা পরালে রাজি হবে? বর্ণনাকারী বলেন: অত:পর মহিলাটি হাত থেকে বালা দু'টি খুলে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে দিয়ে বলল: এ দু'টি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। [সহীহ সুনানে আবু দাঊদ, আলবানী (রহ:)]

৭. পর্দার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নির্দেশ পালনে নারীদের ভূমিকা:

একদিন নবী [ﷺ] মসজিদ থেকে বের হয়ে নারী-পুরুষদের এক সাথে চলতে দেখে মহিলাদেরকে লক্ষ ক'রে বললেন: রাস্তার মধ্যভাগ দিয়ে তোমাদের চলা উচিত নয়। এ কথা শুনার পর থেকে মহিলারা এমনভাবে পথ চলত যে, তাদের কাপড় দেওয়ালে লেগে যেত। [সহীহ সুনানে আবু দাঊদ, আলবানী (রহ:)]

৮. রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর হাদীস শুনামাত্র মু'আবিয়া [رضي الله عنه]-এর শত্রুদলের সঙ্গে চুক্তি পূর্ণকরণ:

সুলাইমান ইবনে আমের বলেন: মু'য়াবিয়া [رضي الله عنه] ও রুমীদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি হয়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাদের দেশের দিকে রওয়ানা হন। যাতে করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হন। এমন সময় আমর ইবনে আবাসা [رضي الله عنه] ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" বলতে বলতে হাজির হয়ে বললেন: অঙ্গীকার পূর্ণ করা জরুরি, বিশ্বাসঘাতকতা চলবে না। আর নবী [ﷺ] হতে হাদীস বর্ণনা করে বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]

কে বলতে শুনেছি: “যার কোন জাতির সঙ্গে সন্ধি আছে সে যেন সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে তাতে কোন কম-বেশি বা ভঙ্গ না করে। কিংবা সন্ধি শেষ হওয়ার ব্যাপারে অগ্রিম সংবাদও না দেয়।” রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নির্দেশ শুনামাত্র মু‘য়াবিয়া [ﷻ] সেখান থেকে ফিরে আসেন। [সহীহ সুনানে আবু দাঊদ, আলবানী (রহ:)]
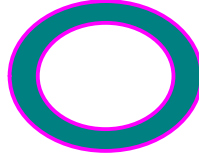
চতুর্থত:
নবী [ﷺ]-এর সুন্নতের সাহায্য-সহযোগিতা ও দ্বীন প্রতিরক্ষার কিছু উদাহরণ:

১. নিজে আল্লাহর রাহে জান দিয়ে অন্যান্যদেরকে তার নির্দেশ:

ওহুদের যুদ্ধে নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে অনেকে অস্ত্র ছেড়ে বসে পড়েন। এ সময় আনাস ইবনে নাযর সাহাবাদের লক্ষ করে বলেন: কেন আপনারা বসে পড়েছেন? তাঁরা বললেন: নবী [ﷺ] নিহত হয়ে গেছেন যুদ্ধ করে লাভ কি? আনাস ইবনে নাযর [رضي الله عنه] বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর আপনারা বেঁচে থেকে কি করবেন? উঠুন এবং যে রাহে রসূলুল্লাহ [ﷺ] মৃত্যুবরণ করেছেন সে রাহে মৃত্যুবরণ করুন।
[সীরাতে ইবনে হিশাম: ৩/৩০]

ওহুদের যুদ্ধে আনাস ইবনে নাযরের শরীরে তিরাশির অধিক তলোওয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। কাফেররা শহীদ আনাস ইবনে নাযারের নাক-কান কেটে ফেলে। যার কারণে

তাঁকে শুধুমাত্র তাঁর বোন আঙ্গুল দেখে চিনতে পারেন। [বুখারী]

২. জান দিয়েও রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বার্তা পৌঁছিয়ে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ:

আনাস ইবনে মালেক [رضي الله عنه]-এর মা উম্মে সুলাইমের ভাই তথা আনাসের মামা হারাম ইবনে মিলহান [رضي الله عنه]। রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁকে মা'উনা কূপের অধিবাসীদের নিকট দা'ওয়াত করার জন্য সত্তর জনের একটি কাফেলাসহ প্রেরণ করেন। তারা তাদের সকলকে হত্যা করে। হারাম ইবনে মিলহান [رضي الله عنه] হত্যার পূর্বে তাদের নিকট বলেন: আমাকে তোমরা নিরাপত্তা দান করবে যাতে করে আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দেব? অন্য বর্ণনায় আছে: তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর পক্ষ্য হতে প্রেরিত ব্যক্তি।

অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। তিনি কাফেরদের সাথে কথা বলতে ছিলেন এমন সময় তারা তাদের একজনকে ইঙ্গিত করলে তাঁর পিছন থেকে বর্শার আঘাত করে। বর্শাটি এত জোরে মেরে ছিল যা এক পাশ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য পাশ

দিয়ে বের হয়ে যায়। তিনি আহত অবস্থায় বলেন: "আল্লাাহু আকবার! ফুজ্‌তু ওয়ারব্বিল কা'বা" আল্লাহ মহান, কা'বার প্রতিপালকের শপথ! আমি শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করে উত্তীর্ণ হয়েছি। [বুখারী]

৩. কঠিন সংকটময় পরিস্থিতিতে নবী [ﷺ]-এর কাজ বাস্তবায়ন:

রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি উসামা ইবনে জায়েদ [رضي الله عنه]-এর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত করেন। কিন্তু নবী [ﷺ]-এর অসুস্থতা ও মৃত্যুর জন্য তা স্থগিত হয়ে যায়। এ সময় ছিল এক মহাসংকটপূর্ণ মুহূর্ত। এরপরেও আবু বকর [رضي الله عنه] খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই সর্বপ্রথম উসামার সেনাদল প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। অনেকের বাধা-বিপত্তির মুখে তনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নির্দেশ বাস্তবায়ন ছাড়া আমার কোন কাজ শুরু করা পছন্দ করি না। অন্য কোন কাজ আরম্ভ করার চেয়ে পাখি আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ায় আমার বেশি প্রিয়। অন্য বর্ণনায় আছে: আমি ছাড়া আর কেউ মদিনায় না

থাকলেও উসামার সেনাদল পাঠাব। কারণ তা রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর নির্দেশ।

[তারীখে তবারী: ৩/২২৩-২২৫,তারীখুল ইসলাম-যাহাবী-পৃ: ২০-২১ ও তারীখে খলীফা বিন খাইয়াত: পৃ: ১০০]

৪. দ্বীন ত্যাগী (মুরতাদ) ও জাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবু বকর [رضي الله عنه]-এর যুদ্ধ:

নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর পর যারা মুরতাদ হয়ে যায় এবং যারা জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আবু বকর [رضي الله عنه] এ বলে যুদ্ধ ঘোষণা করেন: আল্লাহর শপথ! তারা যদি একটি দড়ি বা ছাগলের বাচ্চাও জাকাত দেওয়া হতে বিরত থাকে, যা নবী [ﷺ]-এর যুগে দেওয়া হত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। [মুসলিম]

তিনি নিজ হাতে তলোওয়ার নিয়ে বাহনের পিঠে আরোহণ করে যিলকিস্‌সার দিকে রওয়ানা হন। তাঁকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মদিনায় থাকার পরামর্শ দিলে বলেন: আমি তা করব না বরং আমার জান দিয়ে হলেও তোমাদের সাহায্য করতে চাই। [আল-কামেল ফিত্তারীখ-

ইবনুল আছীর: ২/২৩৩ ও আল-বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ: ইবনে কাছীর: ৬/৩৫৫]

৫. শত্রুদের আশ্রয়স্থল বাগানের দরজা খোলার জন্য নিজেকে ভিতরে নিক্ষেপের আবেদন:

মিথ্যা নবী দাবীদার মুসাইলামা ও তার সঙ্গীরা প্রাণ ভয়ে একটি বাগানে প্রবেশ করে ভিতর থেকে গেট বন্ধ করে দেয়। এদিকে দ্বীনের খাদেম বারা' ইবনে মালেক [ﷺ] সাথীদেরকে নিজেকে বাগানের ভিতরে নিক্ষেপ করতে বলেন। যাতে করে ভিতর থেকে গেটের দরজা খুলে দিতে পারেন। সকলের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তাই করা হলো এবং ভিতরে নেমে যুদ্ধ করতে করতে বাগানের গেট খোলে ফেলেন। আর মুসলিম সেনাদল প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত মিথ্যুক নবী দাবীদার মুসাইলামাকে হত্যা করতে সক্ষম হন।

[সীরাহা নববীয়াহ, আল-বাসতী: পৃ:৪৩৮, তারীখে তবারী: ৩/২৯০, আল-কামেল ফিত্তারীখ: ইবনে আছীর: ২/২৪৬]

৬. দ্বীন রক্ষার জন্য চারশত মানুষের প্রতিজ্ঞাঃ

আল্লাহর কালেমা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক উৎখাতের জন্য ইয়ারমুকের যুদ্ধে চারশত বীর মুজাহিদ অঙ্গীকার করেন। সে দিন ইকরামা ইবনে আবু জাহ্‌ল মুসলিম সৈন্যদেরকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করে বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সঙ্গে অনেক স্থানে যুদ্ধ করেছি আর আজ পালিয়ে যাব? কে তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছ বল? তাঁর কথায় মুসলিম সেনাদলের মধ্য থেকে চারশত বীর মুজাহিদ তাঁর হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করেন এবং সেনাপতি খালেদ ইবনে ওয়ালিদ [رضي الله عنه]-এর তাবুর সামনে অতি দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করে আহত ও নিহত হন।

[আল-বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহঃ ইবনে কাছীরঃ ৭/১১-১২ ও আল-কামেল ফিত্তারীখঃ ইবনুল আছীরঃ ২/২৮৩]

৭. কেল্লার গেট খোলার জন্য জানবাজী রেখে তার উপরে উঠার এক বিরল দৃষ্টান্তঃ

শত্রুদল কেল্লার ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকে গেট বন্ধ করে বসে পড়লে সেনাপতি আমর ইবনে 'আস [رضي الله عنه]-এর পক্ষে মিশর জয় বিলম্বিত হয়। এ সময় জুবাইর [رضي الله عنه]

বলেন: আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করে দিচ্ছি। আমি আশাবাদী আল্লাহ তা'য়ালা এর দ্বারা মুসলিম সেনাদলকে বিজয়ী করবেন। তিনি পায়রা বাজারের দিক থেকে কেল্লার পাশে সিঁড়ি ফিট করেন এবং জীবনবাজী রেখে কেল্লার উপরে উঠেন।

তিনি সঙ্গীদেরকে নির্দেশ করেন যে, যখন তাকে তকবির বলতে শুনবে তখন তারাও সকলে একই সাথে তকবির ধ্বনি দিতে থাকবে। তিনি হাতে তরবারি নিয়ে কেল্লার উপর তকবির আরম্ভ করতেই অনেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করেন। এমন কি সিঁড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে সেনাপতি তাদেরকে নিষেধ করেন।

এদিকে জুবাইর ও তাঁর সঙ্গীরা যখন কেল্লার ভেতরে প্রবেশ করে তকবির দেওয়া আরম্ভ করেন তখন বাইরের সৈন্যরাও সমস্বরে তকবির দিতে থাকেন।

ওদিকে কেল্লাবাসীরা নিশ্চিত হয় যে, মুজাহিদরা সকলে কেল্লার ভেতরে প্রবেশ করে ফেলেছে। তাই তারা জীবন ভয়ে কেল্লা ছেড়ে পলায়ন করে। অত:পর জুবাইর ও তাঁর সাথীরা গেট খুলে দেন এবং মুসলিম সেনাদল ভিতরে প্রবেশ করেন।

[ফাতহুল মিশর ওয়া আখবারাহা, ইমাম ইবনে আব্দুল হাকাম-পৃঃ ৫২]

৮. মুসলিম সেনাদলের বিজয়ের জন্য শাহাদাত কামনাঃ

নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে দুই পক্ষের মধ্যে যখন তুমুল যুদ্ধ চলছে তখন নু'মান ইবনে মুকাররেন [ﷺ] বলেনঃ যদি আমি নিহত হয় তাহলে কেউ যেন আমাকে পিছনে ফিরে না দেখে। আমি একটি দোয়া করব আর তোমরা আমীন-আমীন বলবে। তিনি দোয়া করেনঃ হে আল্লাহ! মুসলিম সেনাদলের বিজয়ের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট আমি শাহাদাত কামনা করছি। সকলে দোয়াতে আমীন-আমীন বলেন। এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম শহীদ হন নু'মান ইবনে মুকাররেন [ﷺ]। [তারীখে ইসলামঃ যাহাবী, পৃঃ ২২৫]

অন্য বর্ণনায় আছেঃ তিনি এ দোয়া করেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার দ্বীনের সম্মান দান করুন, নিজ বান্দাদের সাহায্য করুন, নিজ বান্দা ও দ্বীনের বিজয়ের জন্য নু'মানকে আজকের দিনে প্রথম শহীদ হিসাবে গ্রহণ করুন। [আল-কামেল ফিত্তারীখ:ইবনুল আছীরঃ ৫/৩]

৯. আল্লাহর রাহে জানমাল কুরবানি করার মুসলিমদের অভিলাষঃ

উবাদা ইবনে সামেত [ﷺ] মিশরের রাজা মুকাওকিসের নিকট লিখেনঃ আমাদের মাঝে সকলেই সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে শাহাদাতের শরবত পান করার কামনা করে। নিজ পরিবার, মাতৃভূমি ও দেশে ফিরে না যাওয়ার আশা পোষণ করে। আমাদের কেউ পিছনে ফেলে আসা জিনিস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। আমরা সকলে নিজ পরিবার ও সন্তানাদি আল্লাহর দায়িত্বে সঁপে দিয়ে এসেছি। বর্তমানে আমাদের গন্তব্যস্থান হলো সামনে। [ফাতহুল মিশর ওয়া আখবারাহা, ইমাম ইবনে আব্দুল হাকামঃ পৃঃ ৫৪]

উপসংহার

বর্তমান যুগে নবী [ﷺ]কে ভালবাসার দাবীদার অনেকেই। কিন্তু কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসের আলোকে প্রকৃত ভালবাসা ও মুখের দাবীদারদের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন:

১. যারা শুধুমাত্র প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ [ﷺ]কে ভালবাসেন। এরা কেবল নবী [ﷺ]-এর ব্যক্তিত্বের ভালবাসা প্রকাশ করেন। এ ভালবাসা সাধারণ মানুষের মাঝে পাওয়া যায়। ইহা একজন মুমিনের হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

২. যারা প্রিয় নবী [ﷺ]-এর ভালবাসা প্রকাশ ক'রেন নিজেদের ব্যক্তিগত ফায়েদা লুটার জন্য। ইহা এক শ্রেণীর নামধারী মোল্লাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। এরা মিলাদ মাহফিল, উরস মাহফিল ইত্যাদি ক'রে নবীর ভালবাসা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসব নিজেদের পেট-পকেটের ফায়েদার জন্য।

৩. যারা নিজেদের দল, সংগঠন, মাজহাব, তরীকা ও চিন্তাধারা ইত্যাদির সংরক্ষিত সীমা-রেখার ভিতরে

থেকে ভালবাসেন। এর বাইরে কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৪. যাঁরা প্রিয় হাবীব [ﷺ]কে ও তিনি যা ভালবাসেন তাই ভালবাসেন। যাঁরা নির্দ্বিধায় তাঁর নির্দেশসমূহকে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়িয়ে ধরেন এবং নিষেধসমূহ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এঁরা তাঁর রেখে যাওয়া দু'টি আমনত আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নতকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য জানমাল কুরবানি করেন। এঁরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বুঝ ও আমল নিজেদের ইচ্ছা মত করে না। বরং সালাফে সালেহীনের বুঝে বুঝেন ও তাঁদের মতো আমল করেন। এ ছাড়া অন্যান্যদেরকে এরই দিকে দা'ওয়াত (আহ্বান) ও শুধুমাত্র তারই তাবলীগ (প্রচার) করেন। যাঁরা বলেন: আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ, দ্বীন হচ্ছে খাঁটি ইসলাম ও রসূল হচ্ছেন মুহাম্মদ [ﷺ]। যাঁরা আরো বলেন: আমরা একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করি এবং তা শুধুমাত্র মুহাম্মদ [ﷺ]-এর সুসাব্যস্ত সুন্নতী তরীকায় করি। কারো স্বপ্নে পাওয়া বা কোন চিন্তাবীদের চিন্তাধারা কিংবা কারো উৎভাবিত নতুন কোন

তরীকাকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপরে প্রাধান্য দেয় না। যাঁরা একমাত্র নবী-রসূলগণের পন্থায় শ্রেণী সংগ্রাম, ব্যক্তিপূজা ও দলীয় খোদাবন্দীর প্রভাব হতে উদ্ধার করে মুসলিম সমাজকে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের সনাতন ও শাশ্বত কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার জন্য দা'ওয়াত ও তাবলীগ করেন।

এবার আপনি নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করুন। আর জীবনের সবকিছুকে মিলিয়ে দেখুন এ অবস্থায় কোন প্রকারে আছেন? যদি শেষের প্রকারের বাইরে থাকেন, তবে আর দেরী না করে জলদি তওবা করে ফিরে আসুন। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

সমাপ্ত